পাঠকের চিঠি

রমজানের কথা

এক.

দাসবৃত্তি শেষে অফিসের গাড়ি থেকে নেমে গেলাম বাংলামোটর। তারপর হাঁটা। গন্তব্য কাঁঠালবাগান বাজার। বছর দশেকের একটা বাচ্চা ছেলেও হাঁটছে। কখনো সামনে, কখনো পেছনে। সে ছোট্ট একটা ইটের টুকরা পা দিয়ে ফুটবলের মতো করে সামনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। একবার মিস করল সে। টুকরা রেখেই সে চলে যাচ্ছে আমার আগে আগে। আমি পরিত্যক্ত টুকরাতে ঠিক ওরই মতো করে কর্পোরেট দাসত্বের জুতোর ডগা দিয়ে একটা গুঁতো মারলাম। টুকরাটা গড়িয়ে গিয়ে পড়ল শিশুটার সামনে। সে পেছনে তাকাল। আমি হাসি দিয়ে বাঁ হাত নেড়ে মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে ইশারায় বোঝালাম–খেলে যাও বৎস, আমিও আছি সাথে। শিশুটার গায়ে শুধু একটা জিন্সের ময়লা হাফপ্যান্ট। খালি পা, খালি গা। গায়ে ধুলো। গত পরশুর ঘটনা। রাজনের বিষয়টা তখনো মাথায় আছে। কিছুক্ষণ খেলার পর মনে হলো, বাচ্চাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা অনেক সহজ, কিন্তু মনোযোগ ধরে রাখা কঠিন। কাছে গিয়ে বললাম, নাম কী? কী যেন বলল বুঝে উঠতে না পেরে মুখের কাছে মুখ নামিয়ে বললাম, কী? সে খ্যাসখেসে গলায় বলল, রমজান। আরো জানলাম, সে দুপুরে কিছু খায়নি। একটা পেয়ারা কিনে দিলাম। খেতে লাগল। কিছুদূর গিয়ে একটা ফ্রুটো দিলাম। সে গোগ্রাসে বড় পেয়ারা খেয়ে চলেছে। বলল, ফ্রুটোটা নিয়ে যাবে বাসায় বোনের জন্য। জিজ্ঞেস করলাম, ঈদের মধ্যে সে কী করবে। সে হা করে তাকাল। আবার বললাম, 'তুই কি বোজস ঈদ কী?' সে যা বোঝাল তাতে বুঝলাম, সে রোজার বিষয়টা জানে–হোটেল, চায়ের দোকান বন্ধ থাকে, মানুষ রাস্তায় কম খায় এবং রোজা এলে ঈদ হয়। এর বেশি কিছু তার ছোট্ট মাথায় ঢোকেনি। ফার্মগেট-পূর্ব রাজাবাজারে মা-বোনের সাথে থাকে। সারা দিন মা কাজ করে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে খাবার দিলে সে খায়। তার বাবা বাড়িতে মাঝে মাঝে রাতে আসে। মায়ের কাছ থেকে টাকা নিয়ে সকালে চলে যায়। তার ধারণা, বাবা শুধু টাকা নিতেই বাসায় আসে। রাতে প্রায়ই রমজানের ঘুম হয় না। বাবা রাতে বাসায় থাকলে সে ঘরের বাইরে পাহারা দেয়, কিসের পাহারা তা সে বোঝে না। দিনের বেলায়ই ঘুম যা একটু হয়।

কথা বলতে বলতে আমার বাড়ির সামনে চলে এলাম। এবার বিদায়ের পালা। সে বলল, 'আপনি এইহানে থাহেন?' বললাম, 'হুম। তুই চিনতে পারবি পরে?' সে বলে উঠল, 'হু হু, এইডা তো নাজিমুদ্দিন বাবুর গলি।' (যুবলীগের স্থানীয় সভাপতির সাবেক পৈতৃক বাড়ি আর অফিস আমার দুই বাড়ি পরেই)। বললাম, 'ঠিক কইছস।'

'তুই নাজিম বাবুর মিছিল করছস?'

'হ করছি। এহন করি না।'

'ক্যান করছ না?'

'একবার গেছি, ট্যায়া দেয় নাই। দুইবার গেছি। হেইবার ব্যাডাগো পায়ের তলে পইড়া হাতে ব্যাতা পাইছি। ট্যাকাও দেয় নাই।'

সে চলে গেল।

দুই.

আজ দুপুরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গলির মোড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছি। কোত্থেকে দেখি এক বাচ্চা ছেলে এসে আমার সামনে দাঁড়াল। বয়স দশের মতো হবে। ঠিক সেই ছেলে, খালি পা খালি গা, 'কী যেন নাম ভাবতেই সে একটা হাত বাড়িয়ে বলল, 'খালায় দ্যাশ থাইক্যা আনছে। ছার, আপনের জন্যি একটা রাইহা দিছি, লন। যাই গা।' তার হাতে একটা ছোট্ট পেয়ারা। আমি সন্দেহের ভঙ্গিতে হাত বাড়িয়ে নিলাম। সঙ্গে সঙ্গে সে বলল, 'চুরি করি নাই, সত্যি। অনেকক্ষণ খাড়ায় আছি, যাওন লাগব।' বলেই ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

আমার ভেতরে এক ধরনের প্রকম্পন স্রোত বয়ে গেল। বারবার কৃতজ্ঞতা শব্দটির অর্থ মনে করতে লাগলাম আবার ভালোবাসার মানে চিন্তা করতে লাগলাম। সে আমাকে কোনটা দিতে চেয়েছে? চুরির কথা বলল কেন! বাড়িতে এসে ভাবলাম রাজনের কথা। সেও কি এ রকম নিষ্পাপ নয়? এত নিষ্ঠুরভাবে মরে যেতে হলো কেন তাকে? প্রকৃতির কোন বিরাট অশুদ্ধ সাধন করেছিল সে?

সিরাজুস সালেকিন: প্রকৌশলী

সর্বজনকথা প্রাপ্তিস্থান

আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা
কনকর্ড এম্পোরিয়াম, কাটাবন, ঢাকা
সাগর পাবলিশার্স, বেইলী রোড, ঢাকা
দেবদারু, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
মৃত্তিকা, খুলনা
বাতিঘর, চট্টগ্রাম
বইহাট, যশোর সার্কিট হাউজ রোড, যশোর
প্রমিতি, প্রেসক্লাব মার্কেট, ২য় তলা, রংপুর
পপুলার এন্টারপ্রাইজ, দিনাজপুর
চন্দন বুক পয়েন্ট, গোল্ডেন প্লাজা, সোনাদিঘীর মোড়, রাজশাহী
বইপত্র, ৯০ রাহা মেনসন, সিলেট
আজাদ অঙ্গন, ময়মনসিংহ

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা: ৫০০ টাকা
(ডাক মাশুল সহ)
যোগাযোগ: ০১৯১১৬৪০৩৪৯